কলকাতা উচ্চ আদালতে

(ফৌজদারি সংশোধনমূলক এক্তিয়ার)

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে

২০১৮ সালের সি. আর. আর. ৩

বড়জাহান মণ্ডল @বড়জাহান মণ্ডল

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

আবেদনকারীর পক্ষেঃ	শ্রীমান প্রসেনজিৎ মুখার্জি, আইনিজিবি
	কুমারী তিয়াসা ঘোগ, আইনজীবী
বিপরীত পক্ষেঃ	শ্রীমান বিনয় কুমার পান্ডা, আইনজীবী
	শ্রীমান সুভম ভক্ত, আইনজীবী
বিপরীত পক্ষ নং ৩,৪ ও ৯-এর জন্যঃ	রাজেন্দ্র ব্যানার্জি , আইনজীবী
শুনলেনঃ	০৮.০৬.২০২৩, ১৯.০৭.২০২৩, ২৩.০৮.২০২৩, ২৯.০৮.২০২৩, ১৮.০৯.২০২৩, ১০.১০.২০২৩
রায়ঃ	**১৭ অক্টোবর, ২০২৩**

<u>বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দেঃ</u>

১. চ্যালেঞ্জ হল ২০১৫ সালের ৪৪ নং ফৌজদারি সংশোধনে মাননীয় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, বীরভূম কর্তৃক প্রদত্ত ২৫.০৭.২০১৭ তারিখের আদেশ।

২. অতিরিক্ত দায়রা জজ, বীরভূম ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টির ভিত্তি উল্লেখ করে সমন জারির ভিত্তিতে এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৫ (৩) ধারা মেনে আদেশ প্রকাশ না করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির কোডের (সংক্ষেপে সিআরপিসি) ধারা ১৪৪/১৪৫ এর অধীনে রামপুরহাটের লার্নড এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা পাস করা ০৩.০৯.২০১৫ তারিখের আদেশটি বাতিল করে দেন।

৩. তারিখের ০৩.০৯.২০১৫ আদেশে বিরোধী পক্ষকে অননুমোদিত প্রাচীর ভেঙে ফেলার নির্দেশকে ২০১৫ সালের ৪৪ নং ফৌজদারি সংশোধনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

৪. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী প্রসেনজিৎ মুখার্জি বলেছেন যে, মাননীয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কার্যধারায় কেবল বিরোধী পক্ষকেই সমন পাঠানো হয়নি, বরং তার বিপরীতেও সমন পাঠানো হয়েছে। পক্ষগুলি কার্যধারায় উপস্থিত হয়েছিল।

নিজের যুক্তির স্বপক্ষে, শ্রী মুখার্জি মাননীয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কার্যধারার ২৮.০৫.২০১৫ তারিখের আদেশ উল্লেখ করেছেন।

৫. শ্রী মুখার্জি আরও বলেছেন যে, কোনও সুস্পষ্ট জায়গায় সংযুক্ত প্রকাশনার অনুলিপি কেবল আদেশ কার্যকর করার সময়ই তৈরি করা যেতে পারে।

৬. মাননীয় আইনজীবী, শ্রী রাজেন্দ্র ব্যানার্জি, বিপরীত পক্ষের পক্ষে উপস্থিত হয়ে যুক্তি দিয়েছেন যে সিআরপিসির ১৪৫ (৩) ধারাটি মাননীয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কোনও আদেশ দ্বারা মেনে চলা হয়নি। শ্রী ব্যানার্জি আরও বলেছেন যে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে। শ্রী ব্যানার্জি মাননীয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ মেনে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব পরিদর্শকের জমা দেওয়া প্রতিবেদনটি উল্লেখ করেছেন।

৭. রাষ্ট্রপক্ষের মাননীয় আইনজীবী শ্রী বিনয় কুমার পান্ডা পুনর্বিবেচনার আবেদনের বিরোধিতা করেছেন।

৮. আমি শ্রী মুখার্জির সাথে একমত নই যে, বিতর্কের বিষয়টির কাছে বা কাছাকাছি কোনও সুস্পষ্ট স্থানে আদেশ প্রকাশের ক্ষেত্রে, এটি কেবল আদেশ কার্যকর করার সময়ই করা যেতে পারে কারণ এর জন্য কোনও বিধান নির্ধারিত নেই সিআরপিসি-র ১৪৫ (৩) ধারার অধীনে ঘোষিত একটি আদেশ কার্যকর করা।

অতএব, সিআরপিসির ১৪৫ (৩) ধারার বিধান মেনে চলার বিষয়ে বিবিধ মামলা নং ১৪৬৩/২০১৪ সম্পর্কিত কার্যধারার নথিতে কোনও আদেশ পাওয়া যায় না।

৯. যাইহোক, রেকর্ড থেকে জানা যায় যে মাননীয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নালহাটি ১-এর কাছ থেকে একটি রিপোর্ট চেয়েছিলেন, যিনি রাজস্ব পরিদর্শক দ্বারা জমিটি পরিদর্শন করেছিলেন। তারপরে, নালহাটি ১-এর কাছ থেকে উক্ত প্রতিবেদনটি মাননীয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হয়, যিনি প্রতিবেদনটি খতিয়ে দেখে আদেশটি পাস করেন। রাজস্ব পরিদর্শকের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে আবেদনকারী/বড়জাহান মন্ডলের মালিকানাধীন প্লট নম্বর ৭৩৩-এ কোনও অবৈধ নির্মাণ হয়নি। কিন্তু, মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট ৭১০ নম্বর জমির বিতর্কিত প্রাচীর ভেঙে ফেলার জন্য বিরোধী পক্ষগুলিকে নির্দেশ দিয়ে একটি আদেশ জারি করেন।

১০. আমার মতে, ২০১৫ সালের ৪৪ নং ফৌজদারি সংশোধনে যে আদেশকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, তা আইনের অবমাননা বলে মনে করা হচ্ছে। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারার উদ্দেশ্য হল জমি ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা, অর্থাৎ যেখানে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা রয়েছে, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটকে কেবল উল্লেখ না করে জমির প্রকৃত দখল নির্ধারণ করতে হবে। উপাধি বা অধিকারের অধিকার।

আইনের এই ধরনের উদ্দেশ্য বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। আসলে, আপত্তিকর আদেশটি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারার অধীনে পদ্ধতি অনুসরণ না করেই পক্ষগুলির অধিকার নির্ধারণ করেছিল। ফলস্বরূপ, আমি আপত্তিকর আদেশে হস্তক্ষেপ করতে অক্ষম।

১১. তাই, ২০১৮ সালের ৩২৪ নং তাত্ক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদনটি খারিজ করা যায়। তদনুসারে, ২০১৮ সালের সি. আর. আর ৩২৪ খারিজ হয়ে যায়।

১২. শিক্ষিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের রেকর্ড, অবিলম্বে ফেরত পাঠানো হবে।

১৩. এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনের সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে।

১৪. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে সমস্ত মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা।

[বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly